



নাগরিক সম্মেলন ২০১৭
বাংলাদেশে
এসডিজি বাস্তবায়ন
কাউকে পেছনে রাখা যাবে না



Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের রূপান্তরমুখী অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অশ্বেষণে: কাদেরকে পেছনে রাখা যাবে না

বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট, ঢাকা
৬ ডিসেম্বর ২০১৭



- সূচনা
- ‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ -এর ধারণা
- উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান
- বিপন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন চাহিদা
- নীতি কাঠামোতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান
- সুপারিশসমূহ

- **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)** অর্জনে বাংলাদেশ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে
- বাংলাদেশের নাগরিকেরাও এসডিজি'র অন্তর্ভুক্তিমূলক ও রূপান্তরমূলক বাস্তবায়ন দেখতে চান
- ২০৩০ এজেন্ডার একটি রূপান্তরমূলক দিক হল - **‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’**
- এই অঙ্গীকার
- একই সাথে ২০৩০ এজেন্ডায় **‘সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া’** মানুষদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সুপারিশ করা হয়েছে
- বাংলাদেশ সহ জাতিসংঘের সব সদস্য-দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা নীতিগতভাবে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন

গবেষণা পদ্ধতি

- সরকারি জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্য
- অন্যান্য গবেষণা
- বিশেষজ্ঞ মতামত
- পেশাজীবি কর্মশালা
- বিপন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা

একটি 'বিপন্নতা সূচক' তৈরি করা হয়েছে

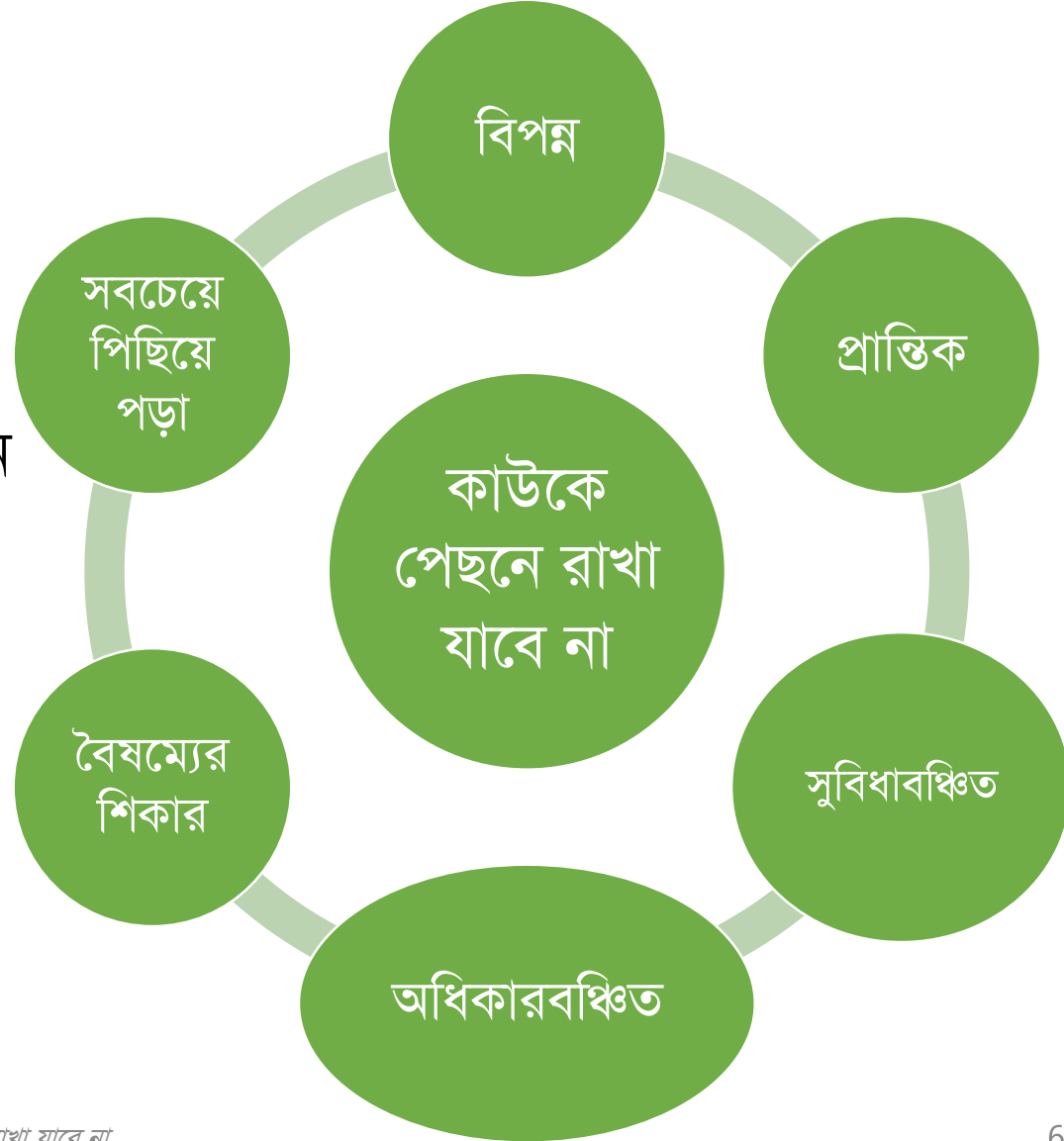
বিপন্নতার বৈশিষ্ট্যগুলোর গভীরতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে

‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ -এর ধারণা

■ ‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’

- এই ধারণার বাস্তবসম্মত চিত্র কেমন হবে সেটা খুব স্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়

- আয়, বয়স, বর্ণ, জাতিসত্তা, প্রতিবন্ধিতা, ভৌগোলিক অবস্থান - এধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য কোন কোন অভীষ্টের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হলেও ‘অন্যান্য বৈশিষ্ট্য’ কথাটা উল্লেখ থাকায় জাতীয় পর্যায়ে এ ধারণার ভিন্নতা থাকতে পারে



‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ -এর ধারণা

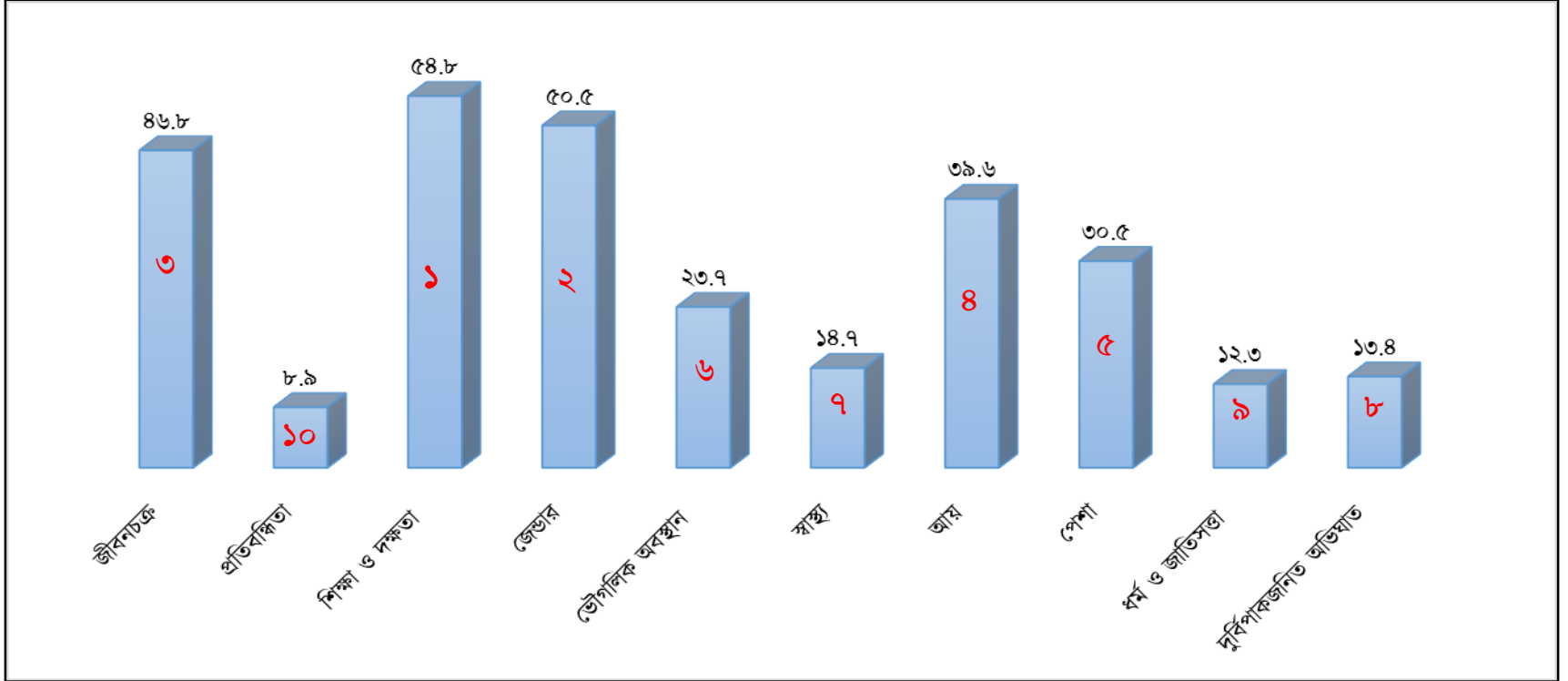


‘বিপন্নতা’ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর **ঝুঁকিতে** পড়ার সম্ভাবনা বা তা থেকে উত্তরণ-ক্ষমতার সম্ভাব্য অবস্থা নির্দেশ করে

এর ফলে তারা **প্রান্তিক** জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারে বা নানা ধরনের **বৈষম্যের শিকার** হতে পারে অথবা **উন্নয়ন সুবিধা-বঞ্চিত** সবচেয়ে পেছনে পড়ে থাকা জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়ে পড়তে পারে

উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান

মোট জনসংখ্যার বিপন্নতা বৈশিষ্ট্য অংশ, ২০১০ (%)



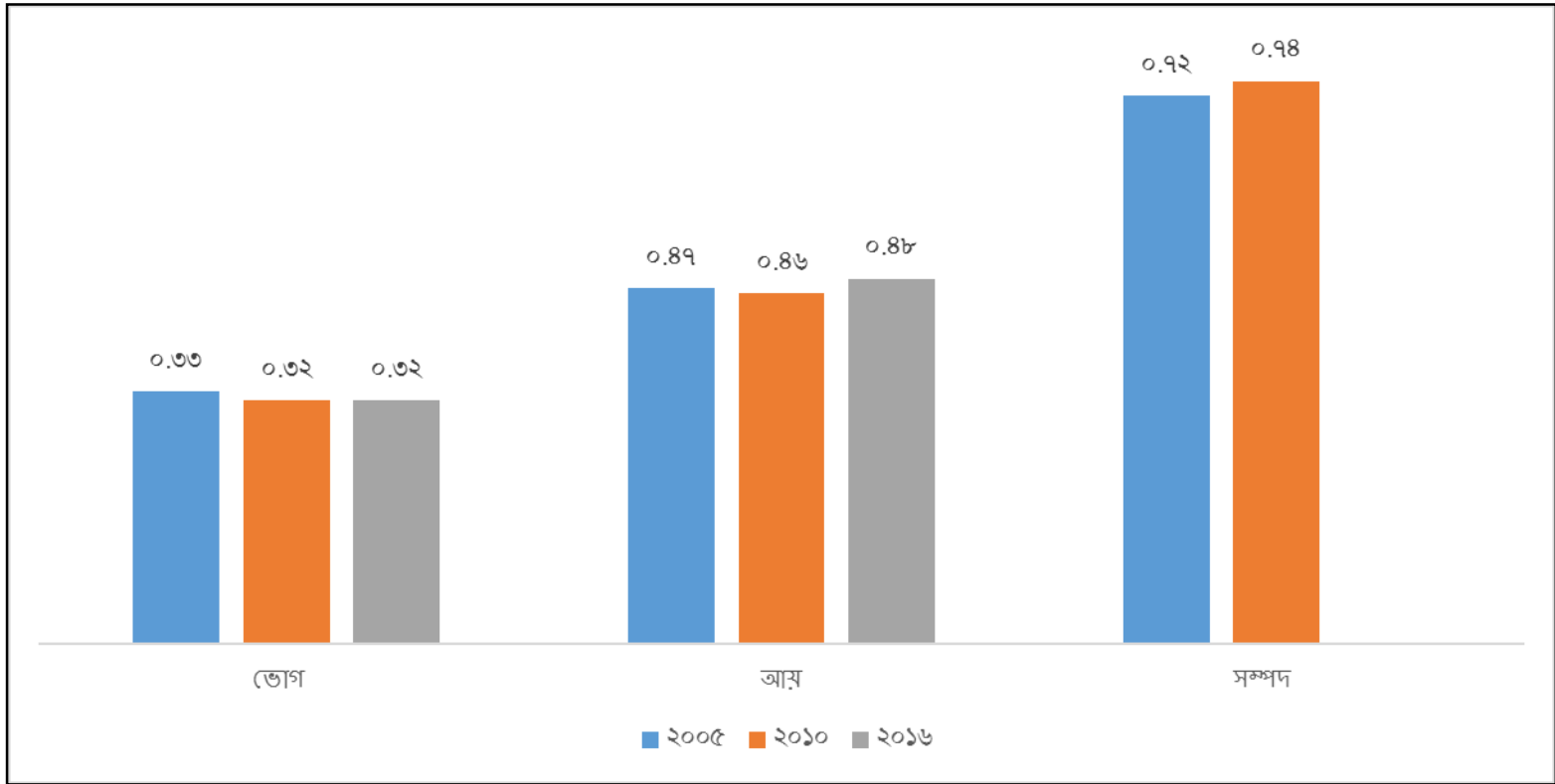
সূত্রঃ খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০-এর তথ্য ব্যবহার করে প্রাক্কলিত

- নাগরিক পরিচয় এবং লৈঙ্গিক বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি

উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান

- আয় এবং সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে

গিনি সূচক



সূত্রঃ খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০-এর তথ্য ব্যবহার করে প্রাক্কলিত। ২০১৬ সালের তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

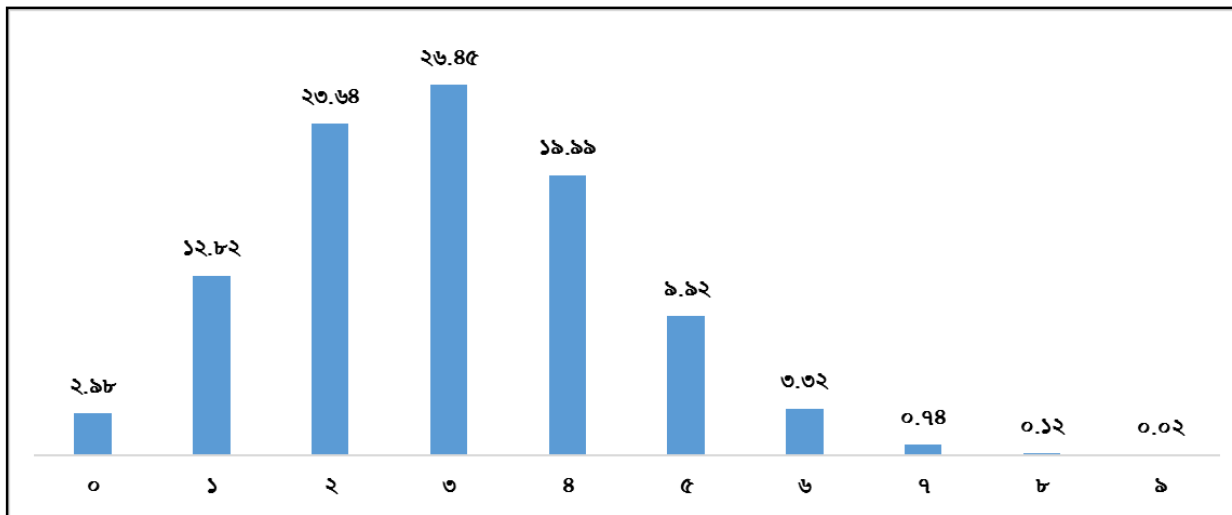
উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান

- বিগত বছরের অগ্রগতি সত্ত্বেও জেভার বৈষম্য বিদ্যমান (বিশেষত অর্থনৈতিক সূচকে)
- গ্রাম-শহর বা ভৌগলিক পার্থক্য স্পষ্ট (বরিশাল সবচেয়ে পিছিয়ে – এরপর সিলেট রংপুর)
- পার্বত্য অঞ্চল অনেক বেশি বিপন্ন
- স্বল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠী শোভন কাজ পাচ্ছে না
- ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী পিছিয়ে আছে
- অনেক বিপন্ন জনগোষ্ঠী সরকারি পরিসংখ্যানে স্থান পায় না, ফলে তাদের যথাযথ অবস্থাও নিরূপণ করা যায়নি
 - সবচেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া যায় – গ্রাম-শহর বা বিভাগ, জেভার, শিক্ষা
 - সবচেয়ে কম তথ্য পাওয়া যায় – নাগরিক পরিচিতি, লৈঙ্গিক বৈচিত্র্য, স্বাস্থ্য, নৃতাত্ত্বিক, দুর্বিপাকজনিত অভিঘাত, প্রতিবন্ধিতা, পেশা

উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান

- ২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ হতে প্রাক্কলিত 'বিপন্ন সূচক' নির্দেশ করে
- আয় দারিদ্র বিপন্নতা নির্ধারণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে
- এর পর রয়েছে পেশা, শিক্ষা, বয়স
- একজন ব্যক্তির যতো বেশি বিপন্নতা বৈশিষ্ট্য থাকে, তিনি ততো বেশি আয়ের দিক থেকে বিপন্ন

বিপন্নতা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনসংখ্যার অংশ (%)



সূত্রঃ খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০-এর তথ্য ব্যবহার করে প্রাক্কলিত

- দারিদ্র্য ও শোভন কর্মসংস্থান বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে

মানসম্মত শিক্ষা (এসডিজি ৪)

অবকাঠামো (এসডিজি ৯)

সামাজিক বৈষম্য (এসডিজি ১০)

দুর্বিপাকজনিত অভিঘাত (এসডিজি ১৩)

নিরাপত্তার অভাব (এসডিজি ১৬)

তথ্যের অপ্রতুলতা (এসডিজি ১৭)

নীতি কাঠামোতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান

- জেড্ডার এবং জীবনচক্র সম্পর্কিত বিপন্নতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনগোষ্ঠী (বিশেষভাবে নারী ও শিশু) নীতি কাঠামোতে সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে
- দারিদ্র (এসডিজি ১), শিক্ষা (এসডিজি ৪) এবং বৈষম্য (এসডিজি ১০) নীতি কাঠামোতে অধিকতর উল্লেখ করা হয়েছে
- ২০০০ দশকের শুরুতে নারী, শিশু এবং দারিদ্রের উল্লেখ বেশি ছিল
- ২০০৮ এর পর প্রতিবন্ধিতা, সংখ্যালঘু এবং পরিবেশ দুর্বিপাকজনিত অভিঘাত-এর শিকার জনগোষ্ঠীর কথা নীতি কাঠামোতে স্থান পাওয়া শুরু করে
- অনেক ক্ষেত্রে নীতি বাস্তবায়নের বিলম্ব একটি বড় বাধা
- অনেক বিপন্ন জনগোষ্ঠীর উল্লেখ নীতি কাঠামোতে নেই

- মূলধারার নীতি কাঠামোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে
- কিছু বিপন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে চাহিদাভিত্তিক বিশেষ নীতি প্রয়োজন
- সম্পত্তিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং প্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে
- যথাযথ 'বৈষম্য নিরোধ আইন' বাস্তবায়ন প্রয়োজন
- সরকারি সেবার ক্ষেত্রে বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে প্রাধিকার দিতে হবে
- আর্থসামাজিক (এসডিজি) সূচকে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থা জানতে অধিকতর তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন
- সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি সমাজের এবং রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে

ধন্যবাদ



<http://cpd.org.bd/>